পুস্তক কেলেঙ্কারি

লিখেছেন **টিপু সুলতান/আহসান কবির**

বই কিনে কেউ কখনও দেউলিয়া হয় না– সৈয়দ মুজতবা আলী এ কথা লিখেছিলেন বহুকাল আগে। ২০০০ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে মুজতবা আলী হয়তো লিখতেন বোর্ডের বই কিনতে যেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা আজকাল দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে।'

শতাব্দীর শেষ বছরে এসে বাংলাদেশে দুটো কেলেঙ্কারি খুব আলোচিত হয়েছিলো। এরশাদের জনতা টাওয়ার মামলার রায় নিয়ে একজন বিচারপতির ঘুষ গ্রহণ যা 'ক্যাসেট কেলেঙ্কারি' নামে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিলো। অন্যটি বোর্ডের বই ছাপানো নিয়ে কেলেঙ্কারি যা করেছিল বেক্সিমকোর একটি ভুঁইফোড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা'। এই কেলেঙ্কারি 'পুস্তকা কেলেঙ্কারি' নামেই পরিচিতি পেয়েছিলো। উল্লেখ্য, এই দুটো কেলেঙ্কারিই ঘটেছিলো আওয়ামী লীগ আমলের শেষ দিকে।

বর্তমান সরকারের আমলে গত বছরের নবেম্বর ডিসেম্বর আর এ বছরের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে বোর্ডের বই-এর ব্যাপারে অনেক রিপোর্ট ছাপা হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়। কিন্তু একটি মাত্র দৈনিক পত্রিকা ছাড়া (তাও আংশিক রিপোর্ট) বোর্ডের বই ছাপানো বিষয়ে নতুন কেলেঙ্কারির রিপোর্ট অন্য কোথাও ছাপা হয়নি। গোপন এই কেলেঙ্কারিতে সাংবাদিকদেরও নাকি ম্যানেজ করা হয়েছে খুব গোপনে। আর এই কেলেঙ্কারির মাধ্যমে একজন মাত্র ব্যক্তি নিজের দশ-বারোটি প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে একাই হাতিয়ে নিয়েছেন ত্রিশ কোটি টাকার কাজ। বাংলাবাজার, ফকিরাপুল, আরামবাগের প্রেস এলাকায় এই ব্যক্তি পেয়ে গেছেন 'নব্য সালমান রহমান' উপাধি। পুস্তকার সঙ্গে এই কেলেঙ্কারির মূল পার্থক্য হচ্ছে এই যে, পুস্তকা বোর্ডের সব বই সময় মতো ছাপাতে পারেনি। কালো বাজারে বহুগুণ দাম দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বই কিনতে হয়েছিলো। আর নতুন কেলেঙ্কারিতে বোর্ডের বেঁধে দেয়া নিয়ম কানুনকে পাশ কাটিয়ে এই ব্যক্তি তার মতো করে প্রায় সময় মতো বই ছাপিয়েছেন। এই 'নব্য সালমান রহমানের' নাম হচ্ছে আবুল কাশেম। তার প্রেসে বই ঠিক মতো ছাপা হচ্ছে কি না সেটা পরিদর্শনে গিয়ে স্বয়ং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নাকি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা লোকজন আপনাকে 'ত্রিশ কোটি কাশেম' বলে ডাকা শুরু করেছে কেন?'

শতাব্দীর শেষ বছরে এসে বাংলাদেশে দুটো কেলেঙ্কারি খুব আলোচিত হয়েছিলো। এরশাদের জনতা টাওয়ার মামলার রায় নিয়ে একজন বিচারপতির ঘুষ গ্রহণ যা 'ক্যাসেট কেলেঙ্কারি' নামে ব্যাপক আলোচিত হয়েছিলো। অন্যটি বোর্ডের বই ছাপানো নিয়ে কেলেঙ্কারি যা করেছিল বেক্সিমকোর একটি ভুঁইফোড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'পুস্তকা'। এই কেলেঙ্কারি 'পুস্তকা কেলেঙ্কারি' নামেই পরিচিতি পেয়েছিলো

পুরনো কাসুন্দি

পুস্তকা হঠাৎ করেই উদয় হয়েছিল। বোর্ডের বই-এর ছাপার কাজ ঐ একবারই করেছিলো বেক্সিমকো। জানা গেছে মাত্র তিনব্যক্তি এই কেলেঙ্কারির মূল নায়ক ছিলেন। যাদের নাম ও কার্যক্রম কখনই কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি। এদের একজন 'ই' আদ্যক্ষর যুক্ত ব্যক্তি যিনি চাকরি করতেন বেক্সিমকোর প্রকাশনা উইং-এ (এই উইং-এর অধীনে বেক্সিমকোর অধুনালুপ্ত মুক্তকণ্ঠ, শৈলী, ইন্ডিপেনডেন্টসহ অন্যান্য পত্রিকা বের হতো। পুস্তকাকেও রাতারাতি এই প্রকাশনা উইং-এর ভেতরে নিয়ে আসা হয়েছিলো) অন্য দু'জন ছিলেন এক মন্ত্রী (মূল নাম 'স' আদ্যক্ষর যুক্ত) এবং তার আপন ভাই ('আ' আদ্যক্ষর যুক্ত নাম)। এই মন্ত্রী সাহেবের ভাই 'ই' আদ্যক্ষরের সঙ্গে মিলে পুরো বোর্ডের বই-এর কাজ হাতিয়ে নিয়েছিলেন। মন্ত্রীর ভাই ও 'ই' আদ্যক্ষর যুক্ত ব্যক্তি অন্য একজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ২.৫ কোটি টাকার একটি চুক্তিও করেছিলেন। এই ২.৫ কোটি টাকার ১ কোটি টাকা দেয়া হয়েছিলো সেই মন্ত্রীকে নির্বাচনী খরচ বাবদ। অবশ্য পাঠ্যপুস্তকের নতুন কেলেঙ্কারিতে কোনো মন্ত্রীকে কোনো টাকা দেয়া হয়েছে কি না তা এখনও জানা যায়নি।

নতুন কেলেঙ্কারি

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে ২০০২ শিক্ষাবর্ষের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃপক্ষ (এনসিটিবি) তাদের তালিকাভুক্ত প্রকাশনা ও মুদ্রণালয়গুলোকে প্রথমে সম্মতিপত্র প্রদান করে। সরাসরি টেন্ডার না ডেকেও এমন সম্মতিপত্রের মাধ্যমে কাজ করার বিধান অবশ্য রয়েছে। ২১ অক্টোবর ২০০১ তারিখে স্বাক্ষরিত এমন সম্মতিপত্রে ৫ দফা শর্ত উল্লেখ করে কোন প্রতিষ্ঠান কতো টাকার পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করতে আগ্রহী তা জানিয়ে ২৪ অক্টোবর ২০০১ তারিখের মধ্যে সদস্য (পাঠ্যপুস্তক)-এর কাছে লিখিতভাবে জানানোর অনুরোধ করা হয়।

বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান সূত্র জানায়, এনসিটিবি'র সম্মতিপত্রে উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক বই ছাপালে তেমন লাভ হবে না দেখে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তালিকাভুক্তি টিকিয়ে রাখার জন্য অল্প সংখ্যক বই মুদ্রণের চাহিদাপত্র জমা দেয়। অন্যদিকে, নব্য সালমান রহমান হিসেবে চিহ্নিত আবুল কাশেম সরকার একাই ৩০ কোটি টাকার বই মুদ্রণ ও বাজারজাত করার চাহিদাপত্র জমা দিয়ে কার্যাদেশ লাভ করেন। প্রথমে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মালিক আবুল কাশেম সরকারের এ কান্ড দেখে এটাকে তার 'পাগলামি' ভেবেছিলেন। কিন্তু পরে কার্যাদেশপত্রে শর্ত শিথিল ও বইয়ের মুদ্রণ সংখ্যা প্রায় অর্ধকোটি কপি কমিয়ে আনা এবং শর্তভঙ্গ করে মুদ্রণকাজে নানা অনিয়মকরণ দেখে অন্য সব প্রতিষ্ঠান মালিকরা হতবাক হয়ে যান। বিভিন্ন মুদ্রণ ও প্রকাশনা

প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা জানান, একজন ব্যক্তি বিশেষকে অবৈধ সুবিধা দেয়ার জন্য এনসিটিবি কর্তৃপক্ষ প্রতারণা ও অনিয়মের আশ্রয় নিয়েছিলো। শর্তানুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠানকে দেয়া কার্যাদেশের মোট টাকার ওপর ৮.৫০% রয়্যালটি প্রদান করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এ অনিয়ম করার সুযোগ করে দেওয়ায় আর্থিকভাবে আবুল কাশেমের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো লাভবান হওয়ার পাশাপাশি বোর্ড কর্মকর্তারাও তার কাছ থেকে 'অবৈধ সুবিধা' আদায় করে নিয়েছেন। অবশ্য আবুল কাশেমের সঙ্গে আর তিনজন প্রকাশক ছিলেন যারা ৫ কোটি টাকার বই-এর কাজ করেছেন। পাঠ্যপুস্তকে কাগজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৬১ জিএসএম-এর কাগজের স্থলে ৫২ জিএসএম কাগজ দিয়ে বই মুদ্রণের অবৈধ সুবিধা দিয়ে বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তারা প্রায় ৪ কোটি টাকা (৭৫ হাজার রিম কাগজ) হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র আরো জানায়, শর্ত শিথিল করে পারফরমেন্স গ্যারান্টি (পিজি) ১০% থেকে কমিয়ে ৭% করে সংশ্লিষ্ট প্রকাশকদের কোটি টাকার সুবিধা দেয়া হয়েছে। কভার কাগজ রিম প্রতি এক হাজার ৫৫২ টাকা জমা দিয়ে বোর্ড থেকে ওঠানোর কথা কিন্তু শর্ত শিথিল করে ২২ ইঞ্চি x ৩২ ইঞ্চি সাইজের পরিবর্তে ২০ ইঞ্চি পূরণ ৩০ ইঞ্চি সাইজের কাগজ হাজার ১৯০ টাকায় কর্ণফুলী মিল থেকে আনার অনুমতি দিয়ে প্রায় ২০ লাখ টাকার অনিয়ম করা হয়েছে। কভারের ২ পাতার স্থলে ১ পাতা পোস্তানি দিয়ে প্রায় ৩০ লাখ টাকা সংশ্লিষ্টরা আত্মসাৎ করেছেন। শর্তানুযায়ী ২৫ ফর্মা পর্যন্ত প্রতিটি বই স্ট্রিচ সেলাই এবং তার ওপরেরগুলো অর্থাৎ ২৬ ফর্মা থেকে বেশি ফর্মার বইগুলো জুস সেলাই হওয়ার কথা। প্রতিটি বই জুস সেলাইয়ের দাম ৬০ টাকা আর স্ট্রিচ সেলাইয়ের খরচ নির্দিষ্ট ছিল ৫২ টাকা। কিন্তু ২৫ ফর্মার ওপরের প্রতিটি বই দুর্বল স্ট্রিচ সেলাই দিয়ে ৭০ লাখ টাকার মতো আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে প্রকাশক ও বোর্ড সূত্রে জানা যায়। আরো জানা গেছে, চলতি শিক্ষাবর্ষের চাহিদা অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে ২ কোটি বইয়ের জন্য ৫ হাজার মেট্রিক টন কাগজ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ মাত্র ২ হাজার মেট্রিক টন কাগজের চাহিদা কর্ণফুলী পেপার মিলকে দিয়েছিল। বাকি কাগজ বোর্ডের গুদাম থেকে দেয়া হয়েছিল। যা ছিল প্রাথমিক স্তরের বইয়ের কাগজ। সম্পূর্ণ অনিয়মের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের কাগজ হিসেবে বোর্ড থেকে তুলে এনে তা দিয়ে মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপানো হয়েছে। বোর্ড থেকে কাগজ সরবরাহ নিয়ে পরিবহন বাবদ প্রায় অর্ধ কোটি টাকা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অসাধু প্রকাশকরা ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। প্রতিটি স্তরেই দুর্নীতি করা হয়েছে। জানা গেছে নিয়ম ভঙ্গ করে কভার ডিজাইন পরিবর্তনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সম্মতিপত্র প্রদানের পরে। বোর্ড নির্ধারিত ৬০টি বইয়ের মধ্যে মাত্র ১১টি বইয়ের ভেতরের উপাত্ত অর্থাৎ টেক্সটে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু কভার পরিবর্তন করা হয়েছে সব বইয়ের। এর জন্য কোনো প্রকার টেন্ডার ডাকা হয়নি। এবং কোনো প্রকার লিখিত অর্ডার ছাড়াই সমস্ত বইয়ের কভার ডিজাইনের কাজ একজনকে দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, বিপণন সমিতির কর্মকর্তা তোফায়েল খান বিনামূল্যে সমস্ত কভার ডিজাইন করে দিয়েছেন। সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো কাজ বিনামূল্যে করে দেবার কোনো নিয়ম না থাকলেও এক্ষেত্রে এটা করা হয়েছে একটা কোটারি স্বার্থে। এতে তোফায়েল খানের খরচ হয়েছে প্রায় ৬ লাখ টাকা। কভার পরিবর্তনের ফলে বাজারে আগের বছরের যেসব বই ছিল সেগুলো যাতে বিক্রি না হয় তার জন্য এটা কৌশলে করা হয়েছে। নতুন কাভার দেখে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা প্রথমে ভেবেছিলেন বুঝি সব বইয়েরই পরিবর্তন করা হয়েছে এবং পরে বুঝতে পারেন যে তারা প্রতারিত হয়েছেন। বোর্ড থেকে পজেটিভ নিয়ে বই ছাপানোর নিয়ম থাকলেও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ঐসব প্রকাশকরা বোর্ডের দেয়া পজেটিভের দোষ দেখিয়ে নিজেরা গোপনে পজেটিভ তৈরি করে বই ছাপার যা পরিদর্শনকালে তখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতে ধরাও পড়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তার যোগসাজশে এসব অনিয়মের মাধ্যমে এ বছর যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশি ফায়দা হাসিল করেছেন তিনি এখন প্রকাশকদের কাছে বিএনপি'র 'পুস্তকা' বা নব্য সালমান রহমান হিসেবে পরিচিত। এই আবুল কাশেম সরকার বলাকা প্রেস যশোর, বলাকা প্রেস ঢাকা, হাসান ব্রাদার্স যশোর, ডায়মন্ড প্রেস যশোর, সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ যশোর, মডার্ন প্রিন্টিং প্রেস যশোর, সরকার প্রেস যশোর, সরকার প্রেস ঢাকা, কোরান মঞ্জিল যশোরসহ আরো কিছু মুদ্রণালয় ও প্রকাশনার নামে এ বছর প্রায় ৩০ কোটি টাকার বই ছাপার কাজ ভাগিয়ে নিয়েছেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কতিপয় কর্মকর্তার যোগসাজশে এসব অনিয়মের মাধ্যমে এ বছর যে ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশি ফায়দা হাসিল করেছেন তিনি এখন প্রকাশকদের কাছে বিএনপি'র 'পুস্তকা' বা নব্য সালমান রহমান হিসেবে পরিচিত। এই আবুল কাশেম সরকার বলাকা প্রেস যশোর, বলাকা প্রেস ঢাকা, হাসান ব্রাদার্স যশোর, ডায়মন্ড প্রেস যশোর, সোনিয়া এন্টারপ্রাইজ যশোর, মডার্ন প্রিন্টিং প্রেস যশোর, সরকার প্রেস যশোর, সরকার প্রেস ঢাকা, কোরান মঞ্জিল যশোরসহ আরো কিছু মুদ্রণালয় ও প্রকাশনার নামে এ বছর প্রায় ৩০ কোটি টাকার বই ছাপার কাজ ভাগিয়ে নিয়েছেন। জানা গেছে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রম বোর্ডের সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) কবির মজুমদারসহ লাইব্রেরিয়ান দুলাল সরকার ও রিপাবলিক প্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচিত জনৈক শান্তি সমন্বয়কারীর ভূমিকা নিয়ে আবুল কাশেম সরকারের পক্ষে সব অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাতের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। এজন্য সব ঘাটকে ম্যানেজ করার জন্য যা যা করার সবই তারা করেছেন, এমনকি কতিপয় সাংবাদিকও টাকা দেয়া হয়েছিল বলে প্রকাশক ও বোর্ড কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা যায়।

এছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভর করে পাঠ্য বইয়ের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যক্রমে পুরাতন বই থাকলে এক রকম এবং পাঠ্যক্রমে পুরাতন বই না থাকলে অন্যরকম সিদ্ধান্ত হয়। এসব বিষয় কার্যসম্পাদন করার আগেই সম্মতি প্রদান সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করার কথা। এ ক্ষেত্রে সম্মতিপত্র প্রদানের পর সিদ্ধান্ত পাল্টানোর নিয়ম নেই। কিন্তু এ বছর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে সম্মতিপত্র প্রদানের পর মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের সংখ্যা ১ কোটি ৯৯ লাখ ৫৭ হাজার ৮৬৫ কপি থেকে কমিয়ে ১ কোটি ৪৯ লাখ কপি করা হয়েছিল। ফলে বছরের শুরুতে বাজারে বইয়ের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। তাই সরকার নির্ধারিত ২০% কমিশনে এ বছর কেউ বই কিনতে পারেনি। বরং বই স্বল্পতার কারণে বাজারে নকল বইও বিক্রি হয়েছিল দেদারছে।